

■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৮৬৯

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১৩. প্রথম অনুচ্ছেদ - রুকু'

بَابُ الرُّكُوْع

আরবী

وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوع مَا خَلَا الْقيام وَالْقعُود قَرِيبا من السوَاء

বাংলা

৮৬৯-[২] বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রুকৃ', সিজদা (সিজদা/সেজদা), দু' সাজদার মধ্যে বসা, রুকৃ'র পর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময়ের পরিমাণ (ক্বিরাআতের জন্য) দাঁড়ানোর সময় ছাড়া প্রায় সমান সমান ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ: বুখারী ৭৯২, মুসলিম ৪৭১, আবূ দাউদ ৮৫২, নাসায়ী ১০৬৫, তিরমিয়ী ২৭৯, আহমাদ ১৮৪৬৯, দারেমী ১৩৭২, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৮৮৪।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَوِيبًا مِنَ السَّوَاءِ) দারা উদ্দেশ্য রস্লুল্লাহ সাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাতের প্রতি কার্যক্রম তথা রুকৃ', সিজদা (সিজদা/সেজদা) ইত্যাদি সময়ের দৃষ্টিতে প্রায় সমান ছিল তবে দাঁড়ানো ও প্রথম বৈঠক, শেষ বৈঠকের দীর্ঘ সময় ছিল তুলনামূলক।

হাদীসটি আরো প্রমাণ করে ধীরস্থিরতা প্রশান্তচিত্ততা সালাতের বিরতি সময়ে যেমন (রুকূ' হতে উঠার পর)। দু' সাজদার মাঝখানে স্বাভাবিক বৈঠক ও রুকু' সিজদা (সিজদা/সেজদা) লম্বা হবে।

ইবনু দাকীক বলেনঃ ধীরস্থিরতা গুরুত্বপূর্ণ রুকন যা পরবর্তীতে আনাস (রাঃ)-এর হাদীস আসছে, সুতরাং দুর্বল দলীলের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাবে না। যারা বলেন, ধীরস্থিরতা একটি গুরুত্বহীন রুকন। আর তাদের দলীল হলো



কিয়াস। সুস্পষ্ট দলীলের মোকাবিলায় কিয়াস অচল।

আবার অনেক সময় ই'তিদাল তথা রুকৃ' থেকে উঠা ও দু' সাজদার মাঝখানের সময়ে শারী'আতসম্মত দু'আ (যিকর-আযকার)-গুলো রুকৃ'র দু'আর চাইতে অনেক বড় বা লম্বা যেমন রুকৃ'র সময় ''সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম'' তিনবার বলতে যে সময় লাগে তার চেয়ে সময় বেশি সময় লাগবে রুকৃ' থেকে উঠার পর এ দু'আ ''আল্লা-হুম্মা রব্বানা- লাকাল হামদু হামদান কাসীরান তুইয়্যিবাম মুবা-রকান ফীহি''।

অনুরূপ এর চেয়ে আরো বেশি শব্দ নিয়ে দু'আ এসেছে সহীহ মুসলিমে। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাঃ), আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-গণের বর্ণনায় (حَمْدًا كَثِيْرًا طَيّبًا) এর পরে সংযোজন হয়েছে أَمْنُ شَيْءٍ بَعْدُ السَّموتِ وَمِلْاً الْأَرْضِ، وَمِلْاً مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَرَاللَّهُمَّ طَهَرْنِيْ بِالتَّلْج) ত্রিজে শব্দ এসেছে (اَللَّهُمَّ طَهَرْنِيْ بِالتَّلْج) ত্রিজে শব্দ এসেছে (اَللَّهُمَّ طَهَرْنِيْ بِالتَّلْج)

মুসলিম-এর অপর একটি হাদীস অধ্যায়ে উল্লিখিত হাদীসের বিরোধিতা করেছে, অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে, ক্নিয়াম (কিয়াম), রুকৃ'-সিজদা (সিজদা/সেজদা), বৈঠক সবই বরাবর বা সমান ছিল কমবেশী ছিল না।

সমাধানঃ মুসলিমের হাদীসটি প্রমাণ করে রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময় সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) এভাবে আদায় করতেন, অর্থাৎ- সালাতের সকল বিষয় সমান সমান ছিল।

রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাক্'আতে সূরাহ্ আল বাকারাহ্ এবং অন্যান্য সূরাহ্ পড়তেন। অতঃপর রুকু' করতেন, অনুরূপ সময় ধরে যতটুকু কিরাআত (কিরআত) পাঠ করেছেন; অতঃপর দাঁড়াতেন এবং বলতেন, (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য, অতঃপর রুকু' সমপরিমাণ সময় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। (মুসলিম)

সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথমটাই প্রাধান্য পরে যে তার এ দীর্ঘ সময় বরাবরটা মাঝে মধ্যে ছিল। ক্বিরাআত (কিরআত) ও বৈঠক ছাড়া সবগুলো সমান ছিল।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন